

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ওয়েবসাইট : <http://www.du.ac.bd> (DU Barta)

১ চৈত্র ১৪২৯, ১৫ মার্চ ২০২৩

অমর একুশে উদ্‌যাপনে সকলের সহযোগিতার জন্য উপাচার্যের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে

উদ্‌যাপনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সর্বস্তরের জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকল সদস্য, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ও র‍্যাবসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং গণমাধ্যমসহ সকলের সর্বাঙ্গিক সহযোগিতার জন্য উপাচার্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন, অসদাচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তিন শিক্ষার্থীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাময়িকভাবে বহিষ্কারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাময়িক বহিষ্কারের এই অনুমোদন প্রদান করেন। বহিষ্কৃতরা হলেন - থিয়েটার এন্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী ফজলে নাতীদ অনন (বিজয় একাত্তর হল, শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২০২২), ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের মো. রাহাত রহমান (হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল, শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২০২২) এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী সাদিক আহাম্মদ (বিজয় একাত্তর হল, শিক্ষাবর্ষ ২০২১-২০২২)। সাময়িকভাবে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের কৃত অপরাধের জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কেন স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে না' মর্মে কারণ দর্শানো এবং ৭ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযুক্তদের লিখিত জবাব প্রদানের জন্য বলা হয়েছে।



গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার বেদীতে সর্বপ্রথম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যগণ গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। সর্বপ্রথম শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গমাতা বক্তৃতামালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে বঙ্গমাতা বক্তৃতামালার ২য় বক্তৃতা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'নারীর চয়নের ক্ষমতা ও কণ্ঠস্বর: বিশ্বপ্রেক্ষিত' শীর্ষক মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন দপ্তর এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ বিভাগের সাবেক পরিচালক ড. সেলিম জাহান। সংসদ সদস্য আরমা দত্ত আলোচনায় অংশ নেন।

প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল উন্নত সমাজ বিনির্মাণে নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের পাশাপাশি পরিবারকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, নারী সমাজের উন্নয়নে বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষা জোরদার করতে হবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ড. জিনাত হুদা



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া

সভাপতি ও অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। (৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঐতিহাসিক 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপিত

বঙ্গবন্ধু, দেশ ও জাতির গৌরবগাঁথা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও অর্জন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানতে হবে - উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, শিক্ষার্থীরা যে বিষয়েই

নেতৃত্ব দিতে হবে। গত ২ মার্চ ২০২৩ ঐতিহাসিক বটতলায় 'পতাকা উত্তোলন দিবস' উদ্‌যাপন



অধ্যয়ন করুক না কেন তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধসহ দেশ ও জাতির গৌরবগাঁথা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহৎ অর্জন সম্পর্কে জানতে হবে। জাতির পিতা গঠনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনন্য অবদান তুলে ধরে উপাচার্য বলেন, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের

উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব বলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শাহাদাতবরণকারী, জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী ৩০ লাখ শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের অনুপ্রেরণার উৎস-উপাচার্য



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ সকল যুগে সকল জাতি, সম্প্রদায়, গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। এই ঐতিহাসিক ভাষণ গণমানুষকে সম্পৃক্ত করে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে একটি স্বাধীন জাতির স্রষ্টা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে বিশ্বে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ শুধু বাঙালির সম্পদ নয়, এখন তা বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। গত ৭ মার্চ ২০২৩ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ

সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতসহ অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরী কর্মচারী সমিতি ও ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৭ই মার্চের জনসভায় এই পতাকা গণমানুষের হাতে পৌঁছানোর মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য গণসম্পৃক্ততা তৈরির (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০২৩



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৫ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।



উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।



প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।



প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।



কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে সলিমুল্লাহ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন।

সলিমুল্লাহ হল

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ওমর ফারুক। এই প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সামিউল ইসলাম এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মুকুল মুর্শেদ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এর আগে সকালে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন উপস্থিত ছিলেন।

শামসুন নাহার হল

শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী শারমিন শিলা হ্যাপি এবং রানার্স-আপ হয়েছেন দর্শন বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী লিমানা খন্দকার লাবণ্য। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৫ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. লাফিফা জামাল উপস্থিত ছিলেন।

অমর একুশে হল

অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রাণিবিদ্যা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. নাইম ইসলাম এবং রানার্স-আপ হয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মোস্তাসিম বিল্লাহ। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসতিয়াক এম সৈয়দ উপস্থিত ছিলেন।

সুফিয়া কামাল হল

কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পরিসংখ্যান বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ফারজানা আক্তার জিনিয়া এবং রানার্স-আপ হয়েছেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী তিথি রানী। অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. তৌহিদা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সূর্যসেন হল

মাস্টারদা' সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. ওমর ফারুক। এই প্রতিযোগিতায় যৌথভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন মার্কেটিং বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. জোনায়েদ মিয়া এবং পলি ও বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৩য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. তরিকুল ইসলাম। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ প্রধান অতিথি হিসেবে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এসময় অন্যান্যের মধ্যে হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক মোহাম্মদ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।

‘নারী-পুরুষের সমতা আনয়নে ডিজিটাল উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে ঢাবি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল্লাহ সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর উদ্যোগে ‘নারী-পুরুষের সমতা আনয়নে ডিজিটাল উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ৭ মার্চ ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে সেমিনারে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি, এমপি বিশেষ অতিথি এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাই কমিশনার লিলি নিকোলস্ সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুল্লাহ সেন্টার ফর জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. তানিয়া হক। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য দেশের নারী সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। নারী-পুরুষ বৈষম্য

নিরসন এবং নারীদের জন্য সমাজে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরে তিনি বলেন, এসব পদক্ষেপের ফলেই নারীরা আজ সমাজের নানা ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সামাজিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, গৃহস্থালিসহ নারীর সকল কাজের স্বীকৃতি প্রদান এখন সময়ের দাবি। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমাজের সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য লিঙ্গ বৈষম্য নিরসন করা জরুরি। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত কানাডার হাই কমিশনার লিলি নিকোলস্ নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা প্রতিরোধসহ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ এবং কানাডা একযোগে কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীরা ৭ই মার্চের ভাষণকে এদেশে নিষিদ্ধ করে বিভিন্ন সময় বিকৃত ইতিহাস তৈরির অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু এই ভাষণ ইউনেস্কো'র ‘মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্ট্রার’-এ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করায় ইতিহাস বিকৃতির সকল অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের ইতিহাসই আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে সর্বজনীন রূপ দেয়া এবং বিশ্বদরবারে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, এই ভাষণের মাধ্যমেই বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উপলক্ষ্যে সকালে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধু, দেশ ও জাতির

(১ম পৃষ্ঠার পর) জ্ঞাপন করে উপাচার্য বলেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে তৎকালীন ছাত্র নেতারা ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন ঐতিহাসিক বটতলায় মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। একটি জাতিরাত্মক বিনির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গৌরবগাঁথা অবদান বিশ্বের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এক বিরল দৃষ্টান্ত। দেশের ইতিহাস চর্চা এবং ইতিহাসের অকাট্য দলিল নতুন প্রজন্মের মাঝে জীবন্ত রাখতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন দিবস উদ্‌যাপন অব্যাহত থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ঢাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূঁইয়া, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাখির। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, সিনেট ও সিভিকিট সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন সংলগ্ন বটতলা প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়।

সভাপতির ভাষণে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ পতাকা উত্তোলনের পটভূমি তুলে ধরে বলেন, দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও অর্জন প্রজন্ম পরম্পরায় বহন করে নিতে হবে।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল পতাকা উত্তোলন দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমেই বিশ্বকে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব জানান দেয়া হয়েছিলো।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ পতাকা উত্তোলনের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান -এর মৃত্যুতে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর

শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেটিং বিভাগ এবং ট্রানিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগের একজন খ্যাতিমান শিক্ষক ও গবেষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অত্যন্ত সততা, দক্ষতা ও সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। সদালাপী ও বিনয়ী চরিত্রের গুণী এই অধ্যাপক শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই

জনপ্রিয় ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান -এর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসান গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

অধ্যাপক মো. হাফিজুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মো. হাফিজুল ইসলামের মৃত্যুতে

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মো. হাফিজুল ইসলাম ছিলেন একজন নির্বেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও গবেষক। অত্যন্ত বিনয়ী, সজ্জন ও নিষ্ঠাবান এই অধ্যাপক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক। তিনি ইনস্টিটিউটের সার্বিক উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রেখে গেছেন। শিক্ষার্থীবাঞ্ছন ও সমাজসেবী এই গুণী শিক্ষক বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারে অনন্য ভূমিকার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, অধ্যাপক মো. হাফিজুল ইসলাম গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমন বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স বিভাগের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমন ও প্রস্তুতি’ শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: মো. এনামুর রহমান এমপি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জিল্লুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মাইন উদ্দিন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাইম মো. শহিদউল্লাহ সহ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও

বিশেষজ্ঞগণ গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন। দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা: মো. এনামুর রহমান এমপি গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমিকম্প সহনশীলতার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে যাচাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, এ ব্যাপারে সবাইকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল দেশের ভূমিকম্প ঝুঁকি প্রশমনে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য শিক্ষক, গবেষক, নীতিনির্ধারক, গণমাধ্যমকর্মী এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পেশাজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তুলে ধরে তিনি বলেন, ৮.৩ থেকে ৮.৬ মাত্রার ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। ভূমিকম্পের সম্ভাব্য ঝুঁকি প্রশমনে তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বিস্তিৎ কোড অনুসরণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে

(১ম পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, প্রস্তর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বিভিন্ন হলের প্রভোস্টের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, অফিসার্স এসোসিয়েশন, তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি, চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও সর্বস্তরের জনগণ একে একে শহিদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৬টায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান-এর নেতৃত্বে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একটি প্রভাতফেরি অপরায়েয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়। প্রভাতফেরি সহকারে তারা আজিমপুর কবরস্থানে গমন করেন এবং ভাষা শহিদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে প্রভাতফেরি সহকারে তারা কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গমন করেন এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাদ জুম্মা মসজিদুল জামিয়াসহ সকল হলের মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার মসজিদে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। এছাড়া, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়ে শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

শিক্ষক সমিতির

(১ম পৃষ্ঠার পর) গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. সীতেশ চন্দ্র বাহার এই নির্বাচন পরিচালনা করেন।

অন্য পদে নির্বাচিতরা হলেন— সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. মাসুদুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক, সদস্য— অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, অধ্যাপক ড. আবু জাফর মো. শফিউল আলম ভূইয়া, অধ্যাপক ড. এ এম আমজাদ, অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার, অধ্যাপক ড. শারমিন মূসা, অধ্যাপক ড. মো. কামরুল এহুছান, অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান, অধ্যাপক ড. মো. মাকসুদুর রহমান এবং অধ্যাপক মো. আলী আকাস।

বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-১৯

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-১৯’ গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ আর.সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ‘কারাগারের রোজনামাচা : কারা জীবন, রাজনীতি ও সমাজ’ শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া। ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দর্শন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম হারুনার রশীদ এবং আলোচনায় অংশ নেন বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক ড. জালাল ফিরোজ।

উপাচার্যের সাথে চীনা রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ



বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন গত ১ মার্চ ২০২৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের কয়েকজন কর্মকর্তা এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তাঁরা বহুমুখী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘দি সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ’ নামে একটি গবেষণাধর্মী সেন্টার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা করেন। চীনের রাষ্ট্রদূত এই সেন্টার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ধারণাপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে হস্তান্তর করেন।

এছাড়া, বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে মতবিনিময় করা হয়।

উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। চীনকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চীন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানান।

‘বিজনেস এন্ড ইকোনমিক্স’ শীর্ষক দু’দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের উদ্যোগে ‘বিজনেস এন্ড ইকোনমিক্স’ শীর্ষক দু’দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১ মার্চ ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন। শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন, এমপি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাট্টয়ালি সংযুক্ত হয়ে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এ বছর সম্মেলনের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘গ্লোবাল ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি অ্যান্ড বিজনেস সাসটেইনেবিলিটি’। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ নিউ মেক্সিকো-এর অধ্যাপক ড. ফ্রেড ফিলিপস ‘সাসটেইনেবল বিজনেস: লাইং, ফ্রাইং অর অনেস্টিটিট্রাইং’ বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সম্মেলনের কো-চেয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. এম. সাদিকুল ইসলাম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেন, এই সম্মেলন শিক্ষাবিদ ও গবেষকসহ সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে করোনা মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে অধিকাংশ দেশই অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। বিশ্ব সম্প্রদায় এই অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় এবং সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট নিরসন করা যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং করোনা মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিতে সৃষ্ট বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় টেকসই সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষাবিদ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, শিল্পপতি, পেশাজীবী এবং ব্যবসায়ীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান। উপাচার্য সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চমৎকার এবং সমন্বয়যোগী একটি প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য অধ্যাপক ড. ফ্রেড ফিলিপসকে ধন্যবাদ জানান।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৩৬ জন শিক্ষার্থী



২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ এবং ২০২০ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ লাভ করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৩৬জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়েছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে তাদের এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. বিনায়ক সেন ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, সামাজিক চাহিদা পূরণে শিক্ষার্থীদের কাজ করতে হবে। উপাচার্য উদার,

অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ ধারণের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ‘ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড’ প্রাপ্তরা হলেন শেখ আতিয়া ইসলাম, মোছা: কানিজা মুহসিনা, পাপড়ি দাস (অর্থনীতি), মো. এরশাদুল হক, তাসফিয়া তাজিন, আরেফিন রহমান আলিফ, ফারিহা তাবাসসুম, মো. জামিলুর রহমান (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), মো. তানভির হাবিব, মানসুরা এমদাদ (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), কামরুন নাহার কলি, খাদিজা খাতুন (সমাজ বিজ্ঞান), ইশরাক সাব্বির নির্বর (গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা), মো. রবিউল ইসলাম, আফসানা আলম, মারুফ হাসান রুমি, নিশাত তাবাসসুম, সুজি বালা (লোক প্রশাসন), মাহিমা ফেরদৌসি মিথিলা (নৃবিজ্ঞান), সাদিয়া আফরিন, আবদুল্লাহ আল মামুন (পপুলেশন সায়েন্সেস), নাসরিন জেবিন, মাহাবুবা ইসলাম মিম, ইতু আহমেদ (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন), নওশিন তাবাসসুম, রিফাতুর রহিম, লিয়া তেরেসা কস্তা (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ), মো. আজিজুর রহমান খান, ফারিহা খান, সুমাইয়া তাসনিম (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ), সাইয়েদা শাহজাদা আল কারীম, উপেন্দ্রনাথ রায় (টেলিভিশন এন্ড ফিল্ম স্টাডিজ), সুমাইয়া ইকবাল, নওশিন শরমিলা রিতু, নুরেন দুরদানা (ক্রিমিনোলজি) এবং মো. মুতিউল ইসলাম (কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস)।

‘বাংলাদেশ সাসটেইনেবল এনার্জি উইক’

‘গ্রীন সিটি, স্মার্ট সিটি’ স্লোগান নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনার্জি ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ‘বাংলাদেশ সাসটেইনেবল এনার্জি উইক’ গত ৩ মার্চ ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে উদ্বোধন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সেমিনারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নাগরিকদের সহযোগিতা প্রয়োজন। পানি ও পরিবেশ দূষণ রোধে প্রত্যেক আবাসিক ভবনে নিজস্ব পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা চালু করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এক শ্রেণির মানুষ যত্রতত্র পোস্টার লাগিয়ে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট করছে। এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালের সভাপতিত্বে সেমিনারে বাংলাদেশ ক্লাইমেট পার্লামেন্টের সভাপতি তানভির শাকিল জয় এমপি, ওয়াটার এইড বাংলাদেশের কান্ডি ডিরেক্টর হাসিন জাহান, বাংলাদেশ সোলার এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা দিপাল চন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এনার্জি ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. এস এম নাসিফ শামস। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম গ্রীন সিটি ও স্মার্ট সিটি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, এসব

অন্যথায় সিটি কর্পোরেশনের আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ‘সবার ঢাকা’ অ্যাপ ব্যবহার করে উন্নত নাগরিক সুবিধা গ্রহণের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার কাজে তরুণদের নেতৃত্ব দিতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও নতুন নতুন উদ্ভাবনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

‘শহিদ লায়লা হক-মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার বজলুল হক ট্রাস্ট ফান্ড’ গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘শহিদ লায়লা হক-মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার বজলুল হক ট্রাস্ট ফান্ড’ শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হক ১৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ৫ মার্চ ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ

উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শহিদ লায়লা হক-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এর মাধ্যমে বিভাগীয় শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবে। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষায় ন্যূনতম ৩.৯৬ সিজিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে ‘শহিদ সৈয়দা লায়লা হক স্মৃতি স্বর্ণপদক’ প্রদান এবং বিভাগের



উদ্দিন আহমেদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুল মঈন এবং জনসংযোগ দফতরের পরিচালক মাহমুদ আলম

অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. খন্দকার বজলুল হকের সহধর্মিণী সৈয়দা লায়লা হক ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

‘ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দি ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি পেলেন ১২ শিক্ষার্থী



পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ১২ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে ‘ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দি ইউকে ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তির চেক বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দি ইউকে-এর সভাপতি দেওয়ান গাউস সুলতান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার অনুষ্ঠান সম্বলন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো.

আখতারুজ্জামান গবেষণার উন্নয়ন এবং অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনতে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে অসচ্ছল ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত করতে হবে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- গনিতা রানী (ইংরেজি), উক্যনু মারমা (পরিসংখ্যান), দীপিকা সানা (আইন), রায় মিউ সিং মারমা (ফিন্যান্স), সুরভী মালাকার (প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ), রোদেলা রূপকথা (প্রাণিবিদ্যা), লালাহেন (ফার্মেসী), সোহাগ হোসেন (ভূতত্ত্ব), ফারিহা জাহান (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল), ঐশী রানী মন্ডল (অঙ্কন ও চিত্রায়ণ), সুমাইয়া খাতুন সীমা (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) এবং অংকিতা ইসলাম (ব্যবস্থাপনা)।



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ৬ মার্চ ২০২৩ অপরাহ্নে বাংলার পাদদেশ থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ এই র্যালির আয়োজন করে।